প্রকাশ্য বক্তৃতা

অর্থাৎ

কলিকাতাস্থ হিন্দু মেট্রপোলিটন নামক বিদ্যা-
লয়ের ছাত্র দিগের উপদেশার্থে

তত্রস্থ প্রধান পণ্ডিত

শ্রীযুত রামনারায়ণ তর্কসিদ্ধান্ত দ্বারা

বিদ্যা বিষয়ক বক্তৃতা।

কার্ত্তিক, সন ১২৬০ সাল।

কলিকাতা ইষ্টানহোপ যন্ত্রালয়।

বহুবাজারীয় ১৮৫ সংখ্যক ভবনে শ্রীলালচাঁদ বিশ্বাস ও
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বসু দ্বারা মুদ্রাঙ্কিত হইল॥

LJ.24

শ্রীশ্রীদুর্গা ।।

শরণং

এই চরাচর মধ্যে বিদ্যা কি উত্তম পদার্থ, যাহার মহিমার সীমা নাই ! দেখ প্রাণি মাত্র সকলেই আপনার সুখ হউক দুঃখ না হউক এমত অভিলাষ করে, ফলতঃসুখই সংসার যাত্রার প্রধান উদ্দেশ্য, কিন্তু বিদ্যা ব্যতীত তাহা কদাচ হয় না, বিদ্যাই সুখের মূলীভূত হইয়াছে, বিদ্যা রসের আস্বাদন করিলে অন্তঃকরণে অনির্ব্বচনীয় আহ্লাদাঙ্কুরের উদয় হয়। যখন আমরা কোন কাব্য শাস্ত্রের আলোচনায় কাল হরণ করি তখন অন্তরাত্মা কি অপার সুখ সাগরে সন্তরণ করিতে থাকে, যখন বীর রস বা ক্রোধ রস ঘটিত কোন প্রস্তাব ব্যাখ্যা করি তখন মনোমধ্যে কি অপৰূপ উৎসাহগুণ আবির্ভূত হয়, এবং যখন কোন করুণা রসবিশিষ্ট প্রবন্ধ উদ্ঘাটন করিয়া দৃষ্টি নিক্ষেপ করি তখন আমাদিগের চিত্ত চকোর কিৰূপ চরিতার্থ হয় তাহা বাক্ পথাতীত ; ফলতঃ বিষয় সুখ অপেক্ষা বিদ্যাসুখ সহস্র গুণে অধিক বলিতে হয় ॥

বিদ্যাদ্বারা জীবিদিগের যেৰূপ মনের প্রসন্নতা জন্মে ধন, জন, জীবন, যৌবনে সেৰূপ হয়না ; যে ব্যক্তি বিদ্যাৰূপ

নিধিতে বঞ্চিত তাহার ধন কেবল নিধনেরি কারণ, তাহার স্বজন প্রয়োজনীয় নহে, তাহার জীবন-মরণ তুল্য, এবং তাহার যৌবন দুর্গম বনস্বরূপ, বিদ্যা ব্যতীত মানবের কোন বিষয়ে হিতাহিত বোধ হয়না সুতরাং অপরিমিত ব্যয়ে অগম্যা গমন, অভক্ষ্য ভক্ষণ, অপেয় পানাদিদ্বারা সমস্ত ধনই ক্ষয় করিয়া চিরকাল ক্লেশে নানা রোগ সহকারে অকালে কাল কবলে পতিত হয়, অথবা নিতান্ত কৃপণ স্বভাব প্রযুক্ত মধুমক্ষিকার ন্যায় সকলি সঞ্চয় করিয়া তস্করাদিদ্বারা বঞ্চিত ও বিনষ্ট হইলেও হইতে পারে। এবং ইন্দ্রিয়বর্গের সর্ব্বথা জয় করা প্রাণিগণের অতি উচিত কিন্তু কি আশ্চর্য্য অধম প্রকৃতি মূর্খ লোকেরা সেই ইন্দ্রিয় গণ কর্ত্তৃক জিত হইয়া কাম ক্রোধাদি দোষের এক আবাস হয়, তাহাতে তাহারা স্বভাবতই ক্রোধান্ধ ও দাম্ভিক হইয়া পৃথিবীস্থ সমস্ত প্রাণিকে তৃণতুল্য বোধ করে, সুতরাং পরিজন ও স্বজন, তাহার কি প্রয়োজনে আইসে? বিদ্যা বিনির্ম্মুখে জীবন ধারণও অকিঞ্চিৎকর। যে ব্যক্তি মানব জন্ম গ্রহণ করিয়া বিদ্যারসে বঞ্চিত হইল তাহার জীবন কেবল নিঃশ্বাস দ্বারাই অনুমিত হইয়া থাকে! ভূতলে পদার্পণ করিয়া সে কেবল পৃথিবীর মৃত্তিকারই বর্দ্ধক হয়!!

আর বিদ্যা না থাকিলে যৌবনও বন স্বরূপ যাহা কহিয়াছি তাহা অসঙ্গত বাক্য নহে যে হেতু মানব জাতির যৌবন

উপস্থিত হইলে নানা ইন্দ্রিয় স্বরূপ শ্বাপদবর্গ অতি প্রদীপ্ত হইয়া উঠে তাহাতে প্রাণিদিগের যৌবন অতি ভীষণ বন প্রায় হয়, বিশেষতঃ ইহাদিগের মনো-মাতঙ্গ স্বভাবতই চঞ্চল, যদি তাহাতে আবার যৌবন সংশ্লিষ্ট হয় তবে ঐ মনোমাতঙ্গ মত্ত হইয়া সর্ব্বদাই ক্ষোভ প্রদান করে, কিন্তু যদি বিদ্যারূপ অঙ্কুশ থাকে তবে ঐ মত্ত হস্তিকে অনায়াসেই বশীকৃত করিতে পারা-যায়; অতএব মানব বর্গের বিদ্যা শিক্ষা করা নিতান্ত আবশ্যক॥

হৃদয়াকাশে অববোধ সুধাকরের উদয় হইলে মোহ-ময় অন্ধকার এক কালে বিদূরিত হইয়া যায়, যশঃ স্বরূপ নির্ম্মল জ্যোতি দ্বারা জগৎ প্রদীপ্ত হইতে থাকে, এবং সৎপথে দৃষ্টিপাত হয়, সুতরাং লোকেরা জ্ঞানালোক সহকারে হিতাহিত বোধে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করাতে সাংসারিক ব্যক্তির কিরূপ চলা উচিত ইহার দৃষ্টান্ত পথে পতাকা স্বরূপ হন। আহা বিদ্যার কি অপূর্ব্ব মাহাত্ম্য! মনুষ্য গণ নানা শাস্ত্র পর্য্যা-লোচনা করিয়া প্রাচীন ভূপাল গণের জীবন বৃত্তান্ত অবগত হইতেছেন, পূর্ব্বকালে কোন২ মহাত্মারা সদাশয় যুক্ত ছিলেন তাঁহাদিগের জীবন রচিত গোচর করিয়া তদনু-সারে কাল যাপন করিতেছেন্ এবং পুর্ব্বে যে সকল ব্যক্তি পর ধনাপহারি, পর দ্রোহ কারি, হিংসা পরায়ণ,

পামর ও অধম, তাহাদিগের স্বভাবও তদনুসারি প্রতিকল অনুশীলন করিয়া তত্তদ্দোষ হইতে সঙ্কুচিত হইতে চেষ্টা করিতেছেন কিন্তু যদি পৃথিবীতে বিদ্যার প্রচার না থাকিত তাহা হইলে পূর্ব্ব কালে কিং অবস্থা ছিল, কোনং রাজা ছিলেন, প্রজারা বা তৎকালে কি রূপে ও কোন ব্যবসায়ে সময় যাপন করিত আমরা ইহা কিছুই শুনিতে পাইতাম না, কিছুই জানিতে পারিতাম না, কিছুই বুঝিতে সমর্থ হইতাম না; বিদ্যার প্রভাবেই সকল অবগত হওয়া যাইতেছে॥

দেখ চতুর্দ্দশ পুরুষ পর্য্যন্ত একাদিক্রমে যদ্যপি এই ভূলোকে পর্য্যটন করাযায় তথাপি ইহার সমুদয় প্রদেশ স্থিত বস্তু, তাহার নির্ম্মাণ পারিপাট্য ও গুণ এবং শক্তি এ সমস্ত অবগত হওয়া দুষ্কর হয়, কিন্তু বিদ্যার আলোচনায় অনেক বিদ্বানেরা তাহা কর গতবস্তুর ন্যায় সমস্তসম্পূর্ণ রূপে অবগত হইতেছেন অতএব প্রাচীন পণ্ডিতেরা বিদ্যা পদার্থকে এক অতিরিক্ত লোচন বলিয়া ব্যাখ্যা করেন ইহা যথার্থ, যেহেতু বিদ্যা চক্ষুর্দ্বারা সমস্তই জানিতে পারাযায় বিশেষতঃ বাহ্য নয়ন হইতে বিদ্যানয়নের অতিরিক্ত ক্ষমতা এই যে ইহা দ্বারা দূরস্থিত অতীত বা অনাগত সমুদয় বস্তুই জানাযায় বাহ্য নয়নে তাহা হয় না, আর বিদ্যা নয়ন দ্বারা বাহ্য নয়নের কার্য্য হয় কিন্তু বাহ্য নয়ন দ্বারা বিদ্যা নয়নের কার্য্য সিদ্ধ হয় না॥

ইংলণ্ডে এক বিদ্যালয় আছে তথায় অন্ধেরা স্পর্শ করিয়া রূপ প্রত্যক্ষ করিতে পারে এমত বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হয়! একি আশ্চর্য্য; জন্মান্ধেরা সেই বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া কোন বস্তু শ্বেত, কোন বস্তু পীত, কোন বস্তু নীল, কোন বস্তু লোহিত, সকলি প্রত্যক্ষ করিতেছে, অতএব বিদ্যার কি বিচিত্র ক্ষমতা!!!

আরো দেখ তৎ প্রদেশে মিল্টন্ নামে এক মহাকবি অন্ধ হইয়া ছিলেন তথাপি তিনি তদবস্থাতে যে উত্তমোত্তম গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন এক্ষণে তাহা আলোচনা করিয়া কত শত ব্যক্তি জ্ঞানলোচন পাইতেছেন। অতএব যে মানব ঐ জ্ঞাননয়নে বঞ্চিত সেই অন্ধ, বাহ্য নয়ন মাত্র থাকিলেই কি লোকের অন্ধত্বদোষ দূরীকৃত হইতে পারে? কদাচ হয় না; দেখ মানবের মানস ক্ষেত্রে যত জ্ঞান রসের অভিষেক হইতে থাকে ততই সৌজন্য, দাক্ষিণ্য প্রভৃতি গুণাবলী পল্লবিত হয় যেমন বৃক্ষ ফলে আবৃত হইলে নম্র হয় তদ্রূপ প্রাণিরা জ্ঞানফলে ফলবান হইয়া নম্রভাবে কর্ত্তব্য কর্ম্ম নির্ব্বাহ করত জগতে যশোরাশি বিস্তার করেন॥

বিদ্যার এই সমস্ত ফল পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচিত হইয়া তোমাদিগকে এই বিদ্যারত্ন প্রদান করিবার নিমিত্তে শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্র দত্তজ মহাশয় প্রভৃতি কতিপয় ভদ্র সন্তানের যত্নে এই অভিনব হিন্দু বিদ্যালয় স্থাপিত

হইয়াছে এবং এ বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানকুশল শিক্ষক গণ নিযুক্ত আছেন, অতএব তোমরা আলস্য দোষ দূরীকৃত করিয়া যথা নিয়মে শিক্ষা করত উহাঁদিগের চির-রোপিত আশা লতাকে পল্লবিতা কর। এই নবীন বিদ্যালয়ে তোমাদিগের আগমনে পূর্ব্বোক্ত মহাশয়েরা যত সুখি হইয়াছেন সম্পূর্ণরূপে তোমরা কৃতবিদ্য ও পরীক্ষিত হইলে তাঁহারা ততোধিক পরিতোষ প্রাপ্ত হইবেন॥

আর যদি তোমরা মনোযোগ পূর্ব্বক অধ্যয়নে প্রবৃত্ত না হও তাহা হইলে পরীক্ষাকালে প্রথমতঃ তোমরা নিন্দনীয় হইবে, দ্বিতীয়তঃ শিক্ষকগণকে শিক্ষাদানকুশল না বলিয়া নিন্দিত করিবে, তৃতীয়তঃ অধ্যক্ষ মহাশয়দিগকে মনোদুঃখ দিবে; চতুর্থতঃ হিন্দু জাতিরা আপনাদিগের সংকল্প সিদ্ধি করিতে অসমর্থ বলিয়া স্বজাতির অপযশও প্রকাশ করিবে; অতএব যে বিষয়ে আত্ম নিন্দা, গুরু নিন্দা, মহোপকারি মিত্রগণের নিন্দা, এবং স্বজাতির নিন্দা, এরূপ কার্য্য কদাচ কর্ত্তব্য নহে॥

আর তোমরা যেমন মনোযোগ পূর্ব্বক ইংরাজী শিখিবে বাঙ্গলাও সেইরূপ শিক্ষা করিবে, বাঙ্গলার প্রতি কদাচ অনাস্থা করিবে না; বাঙ্গলা এতদ্দেশীয় মাতৃভাষা, সুতরাং মাতৃবৎ এই মাতৃভাষার প্রতি ভক্তি রাখা নিতান্ত আবশ্যক। দেখ বর্ত্তমান কালে যে

সকল প্রদেশ দৃষ্টি ও শ্রুতি গোচর হইতেছে সে সমস্ত দেশীয় লোকেরা সকলি স্ব স্ব দেশীয় ভাষাকে উত্তম ভাষা জ্ঞানে মান্য করিয়া থাকেন এবং সাধারণের এই এক প্রসিদ্ধ প্রথা আছে যে আপনং দেশীয় ভাষা সম্পূর্ণরূপে শিক্ষা না হইলে কেহই অন্য ভাষা প্রতি ধাবমান হয়েন না অতএব তোমাদিগের দেশ ভাষার প্রতি বিমুখ হওয়া কদাচ উচিত নহে ॥

যদি বল ইংরাজী ভাষা বর্ত্তমান কালীন রাজভাষা সুতরাং ইংরাজীই কেবল সমীচীনরূপে শিক্ষা করিলে ভূরিং অর্থ উপার্জ্জিত হইবে। বটে, কিন্তু বিদ্যার যে অর্থোপার্জ্জন মাত্র ফল এমত নহে দেশহিতৈষিতাই বিদ্যার প্রধান ফল, কৃতবিদ্য মহোদয়েরা দেশীয়দিগের অশেষ উপকার করেন, এই উপকার শব্দার্থ যে কেবল ধন দান ও বল দ্বারা সাহায্য করাই এমত নহে, নানা সদুপদেশ প্রদানে স্বদেশীয় জন গণকে অজ্ঞানরূপ অন্ধকার হইতে নির্মুক্ত করাই প্রধান উপকার পক্ষে, গণনীয় হইয়াছে, অতএব বিদ্বান ব্যক্তিরা নিয়তই স্বদেশীয় আপামর সাধারণগণকে সদুপদেশ প্রদান করিয়া পরম পরোপকারিত্ব রূপে খ্যাত হন ॥

মূঢ় লোকের অন্তঃকরণ সর্ব্বদাই মোহময় কলঙ্কে বিলিপ্ত থাকে কিন্তু যদি সদুপদেশস্বরূপ সলিলসেকদ্বারা তাহা

ধৌত করা যায় তাহা হইলে কি তাহার মলিনতা দূর হয় না? অবশ্যই হইয়া থাকে, প্রখরতর সূর্য্যকিরণে যেমন অন্ধকার অবস্থান করিতে পারে না তাহার ন্যায় সদুপদেশ সংসর্গে কদাচ কদাচার, কুকর্ম্ম, ও কুপ্রবৃত্তি থাকেনা তাহাতে তাহারা অনায়াসেই সমস্ত হিতাহিত কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জানিয়া তদনুসারে দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে, সুতরাং সাধারণের যদি হিতাহিত বোধ হইল তবে দেশের অভ্যুদয় ও উন্নতির আর কি অনটন রহিল?

বর্ত্তমান কালে অনেক লোক জ্ঞানালোক ও সদুপদেশ সোপান না পাইয়াই নিয়ত দ্বেষ, হিংসা, অনৃতবাদিতা, মিত্রদ্রোহ, কৃতঘ্নতা, বিশ্বাস ঘাতকতা, চৌর্য্যবৃত্তি, সাহসিক ব্যাপার প্রভৃতি নানা দোষের আবাস হইতেছে ইহার কারণ কেবল সদুপদেশের অপ্রাপ্তিই বলিতে হয়। এতদ্দেশে এক শত ব্যক্তি মধ্যে যদি দুই এক ব্যক্তি বিদ্বান হন তবে তিনি আপনার সংসার যাত্রা সুখে নির্ব্বাহ করিবার নিমিত্তে নিতান্তই ব্যগ্র হইয়া কেবল ধনোপার্জ্জন পথের পান্থ হন, ইহা কি আক্ষেপের বিষয়! কি দুঃখদায়ক ব্যাপার! অন্তঃকরণে উদিত হইলে বিষাদে নিতান্ত আবিষ্ট হইতে হয়!!!

যদি কোনস্থানে কোন অপরিচিত একটি শিশু শাস্ত্রে অতি সুশিক্ষিত দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইলে আমাদিগের

অন্তঃকরণ আহ্লাদিত, শরীর পুলকিত, ও অন্তরাত্মা প্রসন্ন হয়, এবং দর্শন মাত্রে ঔরস পুত্রের ন্যায় মানস সহসাই তাহাকে ক্রোড়ে করিতে অভিলাষ করে, কিন্তু যদি ধনার্জ্জন করিয়া স্বোদর পূরণ করাই বিদ্যার ফল হইত তাহা হইলে সে উদাসীনপুত্র দর্শন মাত্রে কি আমাদিগের স্নেহপাত্র হইত? কদাচ হইত না, কিন্তু দেশীয় কোন ব্যক্তির বিদ্যা-লাভ স্বদেশীয় দিগের সকল মঙ্গলের মূলীভূত ইহা বোধেই তাহা হইতেছে, অর্থাৎ বিদ্বান্ লোক জ্ঞান লোচন পাইয়া অপরাপরকে সৎপথ দর্শন করান, সর্ব্বদা সদুপদেশ প্রদানে অশেষ দোষ হইতে অবসর দেন; এই সকল বিষয় পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা করিয়াই আমাদিগের অন্তঃকরণ তাদৃশ সুশিক্ষিত শিশুর প্রতি প্রীত ও স্নেহার্দ্র হইয়া থাকে ফলতঃ এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে অবশ্যই বোধ হইবে যে বিদ্যা কেবল বিদ্বানেরি, অবিদ্যা নাশের কারণ এমত নহে। বিদ্বানেরা স্বদেশীয় লোক দিগকে সর্ব্বদা সদুপদেশ প্রদান করেন তাহাতে তাহাদিগেরও ক্রমশঃ অবিদ্যা শান্তির সম্পূর্ণ সম্ভাবনা, অতএব এ স্থানে প্রকৃত প্রস্তাব এই যে দেশীয় দিগকে সদুপদেশ প্রদান করা বিদ্বান্ ব্যক্তির অবশ্য কর্ত্তব্য ইহা যদি প্রতিপন্ন হইল তবে তোমাদিগের দেশীয় ভাষা শিক্ষা একপ্রকার মহৎ কার্য্য হইয়া উঠিল যেহেতু এতদ্দেশীয় লোকেরা যে সকলি ইংরাজী ভাষায় অভিজ্ঞ এমত নহে; তোমরা ইংরাজী যেমন পরিশ্রমে অভ্যাস করিতেছ, স্বদেশীয় ভাষাও সেই

ৰূপ পরিশ্রমে শিক্ষা করিয়া ঐ সকল ইংরাজী বিষয়ের প্রস্তাব দেশীয় ভাষায় দৃষ্টান্ত বিধায় দেশীয় স্বজন গণকে উপদেশ দেও তাহা হইলে তোমাদিগের বিদ্যোপার্জ্জন সার্থক হইবে॥

তোমরা ইংরাজী বিদ্যা শিক্ষা করিতেছ বোধ হয় তোমাদিগের ক্রমশঃ স্বভাব অতি সরল হইবে সুতরাং দেশোপকার তোমরা নিজোপকার পক্ষে গণনা করিবে তাহার সন্দেহ নাই, এই হেতু আমরা তোমাদিগের দ্বারা দেশের অশেষ উপকার আকাঙ্ক্ষা করি, জ্ঞানি ব্যতীত দেশ হিতৈষী কেহই হয়না। সংস্কৃত শাস্ত্রে যাঁহারা পারদর্শি ইহাঁদিগের মধ্যে প্রায় অনেক ব্যক্তিই প্রথমতঃ বিবিধ সংস্কৃতবিদ্যা শিক্ষা দ্বারা আপনারাই জ্ঞান রত্ন লাভ পূর্ব্বক কোন ব্যক্তির পৌরোহিত্য বা গুরুত্ব পদে অভিষিক্ত হইয়া কৃতার্থম্মন্য হন দেশীয়দিগকে সদুপদেশ প্রদান স্বরূপ পরোপকারে একান্তই নিশ্চেষ্ট থাকেন, ইহাঁরা যজমান ও শিষ্যের আলয়ে গমন করেন বটে কিন্তু তথায় যৎসামান্য বিষয় কথা লইয়া কিঞ্চিৎকাল অবস্থান করেন এবং কখনও তথায় কোন শ্রুতিকটু কঠোর স্বকৃত সংস্কৃত শ্লোক অর্থ প্রার্থনা তাৎপর্য্যে ব্যাখ্যা করিয়া তাহাদিগের কর্ণমূলে শূল প্রদান করিয়া থাকেন তাহাতে তাহারা অন্তরে নিতান্ত ত্যক্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার দর্শন পথ হইতে অপসরণ প্রার্থনা করে, কিন্তু যদি ঐ বিদ্বান গুরু বা

পুরোহিত তাহাদিগকে কোন বিষয়ে সদুপদেশ প্রদান করেন তাহা হইলে তাহারা উত্তম বিষয়ে উপদিষ্ট হইতে পারে, পণ্ডিত মহাশয়ও অভীষ্ট সিদ্ধি করিতে পারেন, কিন্তু তাহা করেন না; এই রূপ উপদেশ পরম্পরা বিরহেই এতদ্দেশ এককালে উৎসন্ন হইয়া গেল, অতএব ভূয়োভূয় বলা যাইতেছে তোমরা সম্পূর্ণ অনুরাগ সহকারে স্বদেশীয় ভাষা শিক্ষা কর তাহা হইলে তোমা-দিগের দ্বারা দেশের অনেক হিতকর ব্যাপার সমাধা হইবে॥

বিশেষতঃ এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় বিবিধ প্রকার পদার্থবিদ্যা, জ্যোতিষ, দণ্ডনীতি, ও চিকিৎসা বিষয়ক উত্তমোত্তম প্রবন্ধ সকল দৃষ্ট হইতেছে যদি তোমরা স্বদেশীয় ভাষায় স্বরূপ যোগ্য হও তাহা হইলে ঐ সমস্ত উৎকৃষ্ট২ গ্রন্থ স্বদেশীয় ভাষায় অনুবাদিত করিতে পারিবে তাহাতে দেশীয় ব্যক্তিদিগের যে কত উপকার হইবে তাহা কথনাতীত। দেশীয় লোকেরাও তাদৃশ অসামান্য উপকারে উপকৃত হইয়া ঐ অনুবাদকর্ত্তাকে গ্রন্থকর্ত্তা বলিয়া চিরকাল স্ব স্ব স্মৃতিপথে আরূঢ় রাখিবেন, তাহাতে তাঁহার বিদ্যোপার্জ্জন সার্থক হইবে॥

বর্ত্তমান কালে এই বিষয়ের দৃষ্টান্তপথে পতাকা স্বরূপ কতিপয় সুবিজ্ঞ মহোদয়েরা সাতিশয় যত্নপূর্ব্বক

নানা সংস্কৃত ও ইংরাজী গ্রন্থ দেশীয় ভাষায় অনুবাদিত করিয়াছেন, এক্ষণেও করিতেছেন, তাহাতে পূর্ব্বাপেক্ষা দেশীয়দিগের কত অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহা এক-বার বিবেচনা করিলেই সম্পূর্ণরূপে জানিতে পারা যায়: ফলতঃ ইংরাজী গ্রন্থের অনুবাদ করা আবশ্যক বোধ করিয়াও স্বদেশীয় ভাষার প্রতি অনুরাগ রাখা নিতান্ত উচিত॥

এই সুকুমার দেশীয়ভাষা ইহা শিক্ষা করিতে তোমা-দিগকে নিতান্ত পরিশ্রম স্বীকার করিতে হইবে না, যেহেতু ইহা এতদ্দেশীয় মাতৃভাষা। মাতৃ জঠর হইতে ভূমিষ্ঠ হইলেই ঐ ভাষা কর্ণ কুহরে প্রবিষ্ট হইতে থাকে, এবং স্তন্যপান সমকালেও অনেক কণ্ঠস্থ হয়, পরে মাতা পিতা প্রভৃতি স্বপর সাধারণ সকলেরি নিকট সর্ব্বদা তাহা শ্রবণ করাতে বাল্যাবস্থাতেই প্রায় অর্দ্ধেক অভ্যস্ত হইয়াথাকে [redacted], অনন্তর কিঞ্চিৎ পরিশ্রম স্বীকার করিয়া যথা নিয়মে শিক্ষা করিলেই সম্পূর্ণরূপে তাহাতে ব্যুৎ-পত্তি জন্মে, ফলতঃ অনায়াসলভ্য এতাদৃশ উত্তম বস্তুতে কাহার না অভিলাষ হয়? যদি পথিমধ্যে এক অমূল্য রত্ন পতিত হইয়া থাকে এবং তাহা গ্রহণ করিতে কোন প্রতিবন্ধক না থাকে তাহা হইলে চক্ষুষ্মান্ পথিক কি তাহা পরিহার করে? কদাচ করে না; কিন্তু যদি পথিক নয়ন বিহীন হয় তবেই সেই বস্তু সুতরাং পরিহৃত হয়

তাহার ন্যায় যদি তোমাদিগের বিবেক নয়ন থাকে তবে কদাচ এই অযত্নলভ্য স্বদেশীয়বিদ্যা রত্নকে অশ্রদ্ধা করো না॥

বর্ত্তমানাবস্থায় যে সমস্ত গ্রন্থ প্রচলিত আছে যদি ঐ সকল গ্রন্থ স্বদেশীয় ভাষায় অনুবাদিত হয় তাহাহইলে এতদ্দেশের কত মঙ্গলোন্নতি হইবে তাহা পূর্ব্বে কহি-য়াছি, অতএব যাঁহারা দেশানুরাগি তাঁহারা স্বদেশীয় ভাষার উন্নতি বিষয়ে একান্ত সচেষ্ট থাকেন। ইতি পৌর্ব্বীয় যবন জাতীয় রাজারা আপনাদিগের ভাষার প্রতি নিতান্ত দৃঢ়ভক্তি রাখিয়াছিলেন ইহাঁদিগের মধ্যে কাহার২ নিজ ভাষার প্রতি এতাদৃশ অনুরাগ ছিল যে তাঁহারা তদ্ভাষার সম্যক্ প্রচার করিবার নিমিত্ত অন্যান্য ভাষার সমূলোৎপাটনেও চেষ্টা করিয়াছেন এবং ইংলণ্ডীয় পণ্ডিতেরা যত দূর পর্য্যন্ত ক্ষমতা স্বদেশীয় ভাষা প্রতি অনুরাগ রাখিয়া ইহার দৃষ্টান্ত পথে দণ্ডায়মান আছেন, কিন্তু এতদ্দেশের দৌর্ভাগ্য প্রযুক্ত এতদ্দেশীয় লোকেরা প্রায় অনেকেই দেশীয় ভাষার প্রতি দ্বেষ করেন, বিদ্যালয়ে বাঙ্গলা বিদ্যা শিক্ষা ছাত্র দিগের অভি-লাষানুসারেই চলিয়া থাকে, অর্থাৎ যে দিবস ইংরাজী শিক্ষা করিয়া অবসর সময় থাকে ও আলস্য দোষ উপস্থিত নাহয় সেই দিনই একবার দেশীয় ভাষার পুস্তক অনাস্থা বুদ্ধিতে গৃহীত হয়, নতুবা হয়না, ইহাতে যে কেবল ঐ সকল ছাত্র গণেরই দোষ এমত নহে, তাহাদিগের ভ্রাতা

পিতাও, তদ্বিষয়ে দোষাঘাত হইতেছেন, যেহেতু ইহাঁরা স্বস্ব সন্তান দিগের স্বদেশীয় ভাষা শিক্ষা হইতেছে কি না ইহা একবারও দেখেন না, বালকেরা ইংরাজী পাঠাভ্যাস করিলেই প্রশংসা করেন, এবং যদি ঐ বালক ইংরাজী কোন পুস্তক ক্রয় করিবার নিমিত্ত তাঁহাদিগের নিকটে দশ বা দ্বাদশ মুদ্রা প্রার্থনা করে তবে তাঁহারা তৎক্ষণাৎ তাহা দেন কিন্তু বাঙ্গলা পুস্তক ক্রয় করিতে অর্দ্ধমুদ্রা যাচ্ঞা করিলেও কহেন অর্থের বড় অনটন, কিছুদিন যাউক, এক্ষণ হইবে না, ইত্যাদি বিবিধ বাগাড়ম্বর করিয়া বালক দিগকে দেশ ভাষা শিখিতে অনুৎসাহ দেন, এই সমস্ত ব্যবহার কি দেশ ভাষা নির্ম্মূল করার কারণ নহে? হায় কি আশ্চর্য্য দেশ ভাষার প্রতি ইহাঁদিগের এত অরুচি কেন? কেহবা আপনি দেশানুরাগী ইহা জানাইবার নিমিত্ত মুখে মাত্র কহিয়া থাকেন যে ‘ আমা-দিগের দেশ ভাষার উন্নতি করা নিতান্ত আবশ্যক’ কিন্তু তাহা ইহাঁদিগের হৃদয়ঙ্গম নহে; যদি এমত অভিলষিত হইত তাহা হইলে কি তাঁহারা দেশীয় সভায় বিদেশীয় ভাষায় বক্তৃতা করিতেন, কি দেশীয় ভাষায় আলাপ করিতে হইলে ইংরাজী ভাষা মিশ্রিত করিতেন? কখনই করিতেন না॥

বঙ্গ ভাষার আলাপ মধ্যে ইংরাজী দুই এক শব্দ প্রয়োগ করা আর বাঙ্গালি পরিচ্ছদ অর্থাৎ ধুতি চাদর

পরিধান করিয়া একটি উত্তম ইংরাজীটুপি ধারণ করা তুল্য হাস্যাস্পদ, সত্য মিথ্যা তোমরা বিবেচনা কর। যাহাহউক দেশীয় ভাষার আলাপ মধ্যে অন্য ভাষা সংশ্লিষ্ট করার কারণ দেশ ভাষার অনভিজ্ঞতা ব্যতীত আর কি বোধ হয়? বর্ত্তমান কালে ইংরাজ রাজপুরুষ গণের মধ্যে অনেকেই বাঙ্গলা ভাষা বিলক্ষণ জানেন্ কিন্তু ইহাঁরা কি ইংরাজী কহিতে২ দুই এক বাঙ্গলা ভাষা কহিয়া থাকেন? যদি বল এতদ্দেশীয়েরা যে বাঙ্গলা কথার মধ্যে ইংরাজীর দুই এক শব্দ কহেন তাহাতে ইহাঁদিগের ইংরাজী ভাষার অনুরাগই প্রকাশ পায়, কিন্তু ইহা আমাদিগের কদাচ অনুভবে আইসে না। ইংরাজ মহোদয় দিগের কি বাঙ্গলা ভাষায় অনুরাগ নাই এমত নহে, অনেকানেক ইংলণ্ডীয় পণ্ডিতেরা এতদ্দেশীয় ভাষার প্রশংসা করিয়া থাকেন, তবে এই বরং কহাযায় যে এতদ্দেশীয় দিগের দেশ ভাষায় অনুরাগ নাই, ইহাঁরা দেশভাষা ক্রমশঃ নির্ম্মূলিত করিবার মানসেই তাদৃশ ব্যবহার করেন কিন্তু ইহা নিতান্ত অনুচিত কর্ম্ম॥

ইংলণ্ডীয় ভাষার প্রেমমুগ্ধ কোন২ ব্যক্তি কহেন যদি কোন লোক জ্ঞানোপার্জ্জনে অভিলাষী হয়, তবে কেবল ইংরাজী শিক্ষা করিলেই অভীষ্টসিদ্ধ করিতে পারিবে, স্বদেশীয় ভাষা শিক্ষার অপেক্ষা কি; এতৎপ্রদেশীয় সকল লোকের যদি জ্ঞানোপার্জ্জন কর্ত্তব্য হয় সকলেই ইংরাজী

শিক্ষা করুন, কিন্তু আমি ইহাঁদিগকে জিজ্ঞাসা করি, আত্ম-ভাষায় বিদ্যা শিক্ষা ও পরভাষায় বিদ্যা শিক্ষা ইহার মধ্যে সুলভ কি, বোধ হয় ইহা বিবেচনা করিলে তাঁহারা আর এমত কথা কহিবেন না। অতএব ইহাঁরা স্বদেশের প্রতি প্রীতি রাখিয়া যাহাতে আত্মভাষার উচ্ছেদ না হয় এমত চেষ্টা করুন।

প্রাচীন পণ্ডিতেরা জন্মভূমিকে জননীর তুল্যবলিয়াছেন, সুতরাং সেই জন্মভূমিকে দুরবস্থা হইলে মোচন না করা আর ব্যাধি পীড়িতা জননীকে ঔষধ প্রদান ও শুশ্রূষা বিধানাদি দ্বারা সুস্থা না করা তুল্য কথা॥

যে স্থানে আমরা জন্ম গ্রহণ করিয়া শৈশবলীলায় লালিত হইয়াছি, যেস্থানে যৌবন যাপন কালে ধন, জন, বিদ্যা, বুদ্ধি, সুনীতি, সচ্চরিত্রতা, যশঃ, সম্পত্তি প্রভৃতি সবল উপার্জ্জন করিয়া সুখী হইতেছি এবং যে স্থানের স্মরণে মাতা, পিতা, দয়িতা, পরিণেতা, পুত্র, মিত্রাদির নির্ম্মল বদন কমল সহসাই স্মৃতি পথে পতিত হয় এতাদৃশ অন্যাদৃশ প্রেমাস্পদ জন্মভূমির প্রতি অশ্রদ্ধা করা কি আমাদিগের উচিত কর্ম্ম? যে ব্যক্তি দেশান্তরে অবস্থান করে সেই ব্যক্তিই জন্মভূমির মর্ম্মস্নেহ অবগত থাকে, জন্ম-ভূমি তাহারি আনন্দভূমি বোধ হয়, অতএব এই আনন্দ ভূমির প্রতি যাহার স্নেহ নাই সে কি মনুষ্য?

দেশীয়ভাষায় যাঁহাদিগের নিতান্ত দ্বেষ তাঁহারা ইংরাজী বিদ্যায় আপনাদিগের গাঢ়তর ব্যুৎপত্তি জ্ঞাপন করাইবার নিমিত্ত স্বদেশীয় স্বজনগণের সহিতও ইংরাজী ভাষায় আলাপ করেন, ; কিন্তু নিজ২ বাটীর পরিজনের সহিত আলাপ করিতে হইলে অবশ্যই ইহাঁদিগের দেশীয়ভাষা অবলম্বিতা হয় তাহার সন্দেহ নাই ; সুতরাং যে ভাষা ব্যতীত সাংসারিক ব্যাপার সমাধা হয় না, তৎপ্রতি অনাস্থা বোধ বৈধ নহে, স্বদেশীয় ভাষা ব্যতীত মনোগত অভিপ্রায় প্রায় প্রকাশ পায় না। প্রসূতির স্তনক্ষীর যে প্রকার শরীরের পুষ্টি ও বলিষ্ঠতা সম্পাদক, স্বদেশীয় ভাষাও তদ্রূপ মানসিক শক্তি দায়ক সন্দেহ কি ? ভাল স্বদেশীয় ভাষা প্রতি অশ্রদ্ধাকারিকে আরো জিজ্ঞাসা করি তাঁহারা সেক্সপীয়্যার প্রভৃতি গ্রন্থ যখন পাঠ করেন তখন কি স্বদেশীয় ভাষায় ভাব উদয় করেন না ? অগ্রে দেশ-ভাষায় ভাব গ্রহণ না করিলে কথনই ভিন্নভাষায় ভাবোদয় হয় না ॥

অতএব হে ছাত্রগণ তোমরা বাঙ্গলা সাধুভাষা প্রতি কিঞ্চিৎ মনোনিবেশ কর, ঐ ভাষা এতদ্দেশের দেশীয় ভাষা, যত দিন পর্য্যন্ত এতৎপ্রদেশে উহার শ্রীবৃদ্ধি না হইলে, তত দিন নানা ইংরাজী গ্রন্থ প্রচার হউক-উত্তমোত্তম শিক্ষক থাকুন, কিছুতেই এতদ্দেশীয় সাধারণের জ্ঞানরসাস্বাদন হইবে না। পারসীক দেশে যে

পর্য্যন্ত আরবী ভাষারই প্রচার ছিল, তখন তৎপ্রদেশীয় দিগের বিদ্যা শিক্ষা সহজ কর্ম্ম ছিল না; পরে পারস্য ভাষায় গ্রন্থ সকল প্রচারিত হইলেই সাধারণে শিক্ষা সোপান প্রাপ্ত হইয়া কৃতবিদ্য হইতে থাকেন। ইউরোপে যে সময়ে লাটিন্ ভাষার গ্রন্থ সকল চলিত ছিল তখন বিদ্যা তৎপ্রদেশ হইতে একেবারে নির্ব্বাসিতা প্রায় হন, পরে ইটালী, স্পেন্, পোর্টুগ্যাল্, ও ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ বাসি লোকেরা যে অবধি স্ব স্ব দেশভাষার সম্যক্ প্রচারে প্রবৃত্ত হন তদবধি ঐ ইউরোপ খণ্ড অখণ্ড বিদ্যার অধিবাস স্থান হইতে থাকে এবং ইংলণ্ডে যে কালে ফ্রেঞ্চ নামক ভাষায় গ্রন্থ সকল প্রচলিত ছিল সেকালে তথায় কোন প্রসিদ্ধ উত্তমোত্তম গ্রন্থ প্রস্তুত হয় নাই এবং বিদ্যারও সম্যক প্রচার ছিলনা, কিন্তু যখন চাসর্ নামক মহাকবি স্বদেশীয় ভাষায় আপন রচিত কবিতা সকল প্রকাশ করিতে লাগিলেন তখন তৎপ্রদেশ এককালে দেশীয় ভাষার গ্রন্থালোকে প্রদীপ্ত হইতে থাকিল এবং ইতি পূর্ব্বে এতৎ প্রদেশে যখন যবন জাতির অধিকার ছিল তখন প্রজারা রাজভাষা বলিয়া পারস্য ভাষাতেই প্রণয় বদ্ধ করে সুতরাং তাহাতেই দেশীয় ভাষা এককালে বিসর্জ্জিত, হওয়াতে এতদ্দেশীয় সাধারণ লোকেরা বিদ্যা শিক্ষায় এককালে জলাঞ্জলি দেয়, তাহাতে দেশের কি ভয়ঙ্কর অবস্থা ছিল তাহা স্মরণ করিলে মহা বিষাদ উপস্থিত হয়। পরেএক্ষণে কতিপয় মহোদয় ব্যক্তিরা ঐ বিনষ্ট

দেশীয় ভাষা লতাকে পুনর্ব্বার অঙ্কুরিত করিয়াছেন ইহাতেই বা দেশের কত কুশলোদয় হইতেছে তাহা তোমাদিগের অগোচর নয়, অতএব তোমরা যত্ন পূর্ব্বক ঐ অঙ্কুরিত ভাষা লতাকে পল্লবিত করিবার নিমিত্ত শ্রম স্বরূপ সলিল সেচনে নিয়ত রত হও, তাহা হইলে এতদ্দেশের অভ্যুদয়রূপ অপরূপ ফল অবশ্যই উৎপন্ন হইবে তাহার সন্দেহ নাই ॥

বিশেষতঃ এই নূতন হিন্দু বিদ্যালয় হিন্দু ধর্ম্ম রক্ষার্থেই স্থাপিত হইয়াছে, তোমরাও সকলে হিন্দু সন্তান অতএব তোমরা হিন্দু ভাষার নিন্দক না হইয়া ঐ ভাষার প্রতি সম্পূর্ণ দৃষ্টি রাখ ইহা তোমাদিগের নিতান্ত উচিত কর্ম্ম, আর যদি তোমরা ঐ ভাষার প্রতি অনাদর কর, তবে ইহার শ্রীবৃদ্ধি আর কে করিবে ? ঐ ভাষা শিক্ষা করিলে যে কি উপাদেয় ও উৎকৃষ্ট ফল দৃষ্ট হয় তাহা পূর্ব্বে কহিয়াছি তাহা তোমা-দিগের বিবেচনা পথে পতিত হউক, । যেমন কোন ব্যক্তির কুল, শীল, বিদ্যা, বুদ্ধি ও সত্যবাদিতা পরীক্ষা না করিয়া তাহাকে অকুলীন, দুঃশীল, অজ্ঞানী ও মিথ্যাবাদী ইত্যাদি বলা অনুচিত, তদ্রূপ স্বদেশীয় ভাষার গুণানুসন্ধান না করিয়া তাহাতে দোষারোপ করা অনুচিত ॥

অতএব আমি প্রার্থনা করিতেছি হে বিদ্যার্থিবর্গ তোমরা দেশীয় ভাষা শিক্ষায় উপেক্ষা করিওনা, তোমাদি-

গের মাতাপিতারা স্ব স্ব সন্তানগণের স্বদেশীয় ভাষা শিক্ষা বিষয়ে মনোযোগি হইয়া বাঙ্গলা পুস্তক ক্রয়ে কার্পণ্য দোষ দূরীকৃত করুন; সন্তানগণের যেরূপ ইংরাজী শিক্ষা হইতেছে সেইরূপ বাঙ্গলা শিক্ষা হইতেছে কি না এক২ বার দেখুন, এবং যাহাতে নিজ২ বংশধরেরা দেশীয় ভাষা শিক্ষা করে এমত উৎসাহ প্রদান করুন তাহাহইলে আর বাঙ্গলা শিখিতে তোমাদিগের অমনোযোগিতা থাকিবেক না বিশেষতঃ তোমাদিগের স্বদেশীয় ভাষা শিক্ষার উৎসাহ দিবার নিমিত্ত এই নবীন হিন্দু বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মহাশয়েরা স্বতন্ত্রে একটি (স্কালার্সিপ) অর্থাৎ ছাত্রবৃত্তি প্রদান করিবেন এমত মানস প্রকাশ করিয়াছেন। অতএব তোমরা এই অসামান্য উৎসাহে উৎসাহান্বিত হইয়া স্বদেশীয় ভাষা শিক্ষায় দীক্ষিত হও ইত্যলংপল্লবিতেন॥

শ্রীরামনারায়ণ শর্ম্মা॥